নির্দেশ ঃ- নীচের অনুচ্ছেদগুলি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দাও।

1. ১৯৩০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের অন্তর্গত কিটি হকের মাঠ। উইলবার আর তাঁর ভাই অরভিল এসেছেন, হাওয়ার চেয়ে ভারি যানটি যন্ত্রের জোরে আকাশে ভেসে থাকতে পারে কিনা তারই পরীক্ষা করতে। পূর্বে নিষ্ফল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন উইলবার। কাজেই পালা অনুসারে এবারকার পরীক্ষা চালাবার ভার পড়ল অরভিল-এর উপর। বেশ জোরে হাওয়া চলছে। এই আবহাওয়ায় অরভিল যন্ত্রের উপর আরোহণ করে ইঞ্জিন চালিয়ে দিলেন। ঘোর রবে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। কিন্তু প্রায় ২২০ ফুট যাবার পর যন্ত্রটি হঠাৎ যেন টুঁ মেরে মাটিতে নেমে পড়ল। আর সঙ্গো সঙ্গো প্রথমবারের আকাশে ওড়ারও সমাপ্তি ঘটল।

প্রশ্ন ১। কিটি হকের মাঠ কোথায় ছিল?

২। উইলবার এবং অরভিল কীসের পরীক্ষা করছিলেন?

৩। অরভিলের পরীক্ষার সময় আবহাওয়া কেমন ছিল?

৪। যন্ত্রটি ২২০ ফুট ওঠার পর কী ঘটল?

৫। 'আরোহণ'-এর বিপরীত শব্দ লেখ।

Scanned with CamScanner

2. প্রভাত হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্লাইভ, উৎকণ্ঠিত চিত্তে মীরজাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতিক সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মীরমদন নামক এক সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীরমদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

প্রশ্ন ১। ক্লাইভ কাদের আগমনের প্রতীক্ষা করছিলেন?

২। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পক্ষে কতজন সৈন্য উপস্থিত ছিল?

৩। যুদ্ধের সময় নবাব তাঁবুর মধ্যে কী করছিলেন?

৪। যুদ্ধে মীরমদনের কী পরিণতি ঘটল?

৫। "পঁয়ত্রিশ" শব্দটির সমানার্থক শব্দ অনুচ্ছেদে কোনটি?

3. খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ সালে মহাবীর আলেকজান্ডার আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর এই স্থানটিতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠল। শিক্ষকদের মধ্যে এলেন সুপ্রসিদ্ধ জ্যামিতি বিশারদ ইউক্লিড। অনতিকাল পরে এখানে যোগ দিলেন সিরাকুজবাসী আর্কিমিডিস। আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকার সময় আর্কিমিডিস নানারকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে রত ছিলেন। চাষের ক্ষেতে জল সেচনের জন্য তিনি এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেন। স্ক্রু আকারের একটি ফাঁপা নলের নীচের প্রান্ত জলে ডোবানো। স্ক্রু-টা ঘোরাতে থাকলে জল নীচ থেকে উপরে উঠবে।

প্রশ্ন ১। আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে?

২। ইউক্লিড কে ছিলেন?

৩। আলেকজান্দ্রিয়ায় ইউক্লিডের শিক্ষাদানের কর্মে কে যোগ দিলেন?

৪। আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকার সময় চাষের ক্ষেতে জলসেচনের জন্য আর্কিমিডিস কী যন্ত্র আবিষ্কার করেন?

৫। 'অনতিকাল' শব্দটির অর্থ কী?

4. সুইটজারল্যান্ড হচ্ছে ইউরোপের মধ্য প্রদেশ। আমাদের যেমন বিন্ধ্য পর্বত, ওদেরও তেমনি আল্পস পর্বত। আল্পসের শাখা প্রশাখায় দেশটা ছেয়ে গেছে, আর সেই শাখা প্রশাখার মাঝে মাঝে একটি হ্রদ। দেশটি যেমন সুন্দর তেমনি স্বাস্থ্যকর। বৎসরের অধিকাংশ দিন বরফ পড়ে বা বরফ থাকে, পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘরের আশপাশ অবধি কেবল সাদা মখমলের মতো বরফ বিছানো। আমাদের দেশে যেমন "চলতে গেলে দলতে হয় রে দূর্বা কোমল", ওদের দেশে তেমনি চলতে গেলে দলতে হয় দুগ্ধফেননিভ রাশি রাশি বরফ। রাস্তার উপরে ধূলোর মতো বরফগুড়ো জমে রয়েছে, তার উপর পা ফেলতে মায়া হয়।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১। কোন পর্বত সুইটজারল্যান্ড দেশটিকে ঘিরে আছে?

২। সুইটজারল্যান্ডে ছড়িয়ে থাকা আল্পস পর্বতের শাখা প্রশাখার মাঝে মাঝে কী রয়েছে?

৩। "চলতে গেলে দলতে হয়রে দূর্বা কোমল" - আমাদের দেশের দূর্বার সাথে লেখক ঐ দেশের কিসের তুলনা করেছেন?

৪। সুইটজারল্যান্ডের রাস্তায় পা ফেলতে মায়া হয় কেন?

৫। 'দুগ্ধফেননিভ' - শব্দটি দিয়ে বাক্যরচনা কর।

5. ভারতের ইতিহাস অতি প্রাচীন। হাজার হাজার বছর আগেরকার সভ্যতার নিদর্শন এদেশের বুক জুড়ে আছে। ভারতের মাটি খুঁড়ে প্রস্তর যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। মোগল যুগের স্মৃতিচিহ্ন তো ভারতের সর্বত্রই অল্পবিস্তর ছড়িয়ে আছে। ভারতের রাজধানী দিল্লি বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতিচিহ্নে ভরা। আগ্রার তাজমহল, অজন্তা ইলোরার শিল্পকলা, কোনারক ও মাদুরাইয়ের মন্দির এসবই ভারতের গৌরবময় অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য দেয়। এমন অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্নে ভরা দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

প্রশ্ন ১। ভারতের মাটি খুঁড়ে কোন যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে?

২। ভারতের কোন শহরে মোগল যুগের স্মৃতিচিহ্ন ভরা রয়েছে?

৩। আগ্রায় মোগল যুগের কোন স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে?

৪। প্রদত্ত অনুচ্ছেদে কোন দুইটি মন্দিরের উল্লেখ রয়েছে?

৫। 'প্রাচীন' - শব্দটির বিপরীত শব্দ লেখ।

6. পরদিন থেকেই রাজা বীরবরকে রাজপ্রাসাদ রক্ষা করার কাজে বহাল করলেন। প্রথমদিনের কাজ শেষ হতেই রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, "বীরবরকে এক হাজার মোহর বেতন দিয়ে দাও।" বেতন নিয়ে বীরবর মহানন্দে বাড়ি চলে গেল। বাড়ি গিয়ে ঐ মোহরের অর্ধেকটা দিল বৈষ্ণব, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের। বাকি মোহর দিয়ে সে হাজার খানেক গরিব, দুঃখী মানুষকে পেট ভরে খাওয়ালো। তারপর সামান্য যে অর্থ পড়ে রইল - তা তাঁর সংসার খরচের কাজে ব্যয় করল। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি - বীরবরের সংসারটি খুবই ছোট। সে, তার স্ত্রী, এক ছেলে আর এক মেয়ে। এই চারজনকে নিয়ে বীরবরের সুখের সংসার।

প্রশ্ন ১। বীরবর রাজপ্রাসাদে কী কাজ করত?

২। বীরবর বৈষ্ণব, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের কতগুলি মোহর দিয়েছিল?

৩। বীরবরের সংসারে কে কে থাকত?

৪। বৈষ্ণব, বৈরাগী, সন্ন্যাসীদের অর্ধেক বেতন দেওয়ার পর বাকী বেতন থেকে সে প্রথমে কাদের জন্য খরচ করল?

৫। মহানন্দ - শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

Scanned with CamScanner

7. তখন মিথিলার রাজা ছিলেন 'গুণাধিপ'। রাজস্থান থেকে এক বলিষ্ঠ যুবক এলো মিথিলায়। যুবকের নাম চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব মিথিলায় এসে রাজা গুণাধিপের সঙ্গে দেখা করতে রাজপ্রাসাদে গেলো। উদ্দেশ্য - রাজার অধীনে একটা চাকরি পাওয়া। এখনকার মতো তখনকার দিনেও বেকার সমস্যা ছিল। নইলে রাজস্থানের লোক মিথিলায় আসে চাকরি করতে। সে যাই হোক, চিরঞ্জীব গিয়ে রাজার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো। একদিন নয় পরপর চারদিন। কিন্তু না, রাজার দর্শন মিলল না। কারণ রাজা তখন প্রাসাদের অন্তঃপুরে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজকর্মের কিছুই দেখছিলেন না।

প্রশ্ন ১। 'গুণাধিপ' কে ছিলেন?

২। চিরঞ্জীবের রাজার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩। পরপর চারদিন প্রচেষ্টার পরও চিরঞ্জীব রাজার দর্শন পেল না কেন?

৪। চিরঞ্জীব কোথাকার লোক ছিলেন?

৫। "রাজকর্ম - রাজার কর্ম" - এটি কোন সমাস?

8. যে যাহাই হউক মনুষ্যেরা আহারের সুবিধার জন্য গোরু, ছাগল এবং মেষ পালন করিয়া থাকে। ইহা এক সুরীতি সন্দেহ নাই। আমি মানস করিয়াছি, প্রস্তাব করিব যে, আমরাও মনুষ্যের গোহাল প্রস্তুত করিয়া মনুষ্য পালন করিব।

গো, অশ্ব, ছাগল ও মোষের কথা বলিলাম। ইহা ভিন্ন হাতী, উষ্ট্র, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল, এমনকি পক্ষী পর্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।

প্রশ্ন ১। লেখক এখানে কী প্রস্তাব দিয়েছেন?

২। মানুষ গোরু, ছাগল, মোষ প্রতিপালন করে কেন?

৩। মানবজাতিকে লেখক সকল পশুর ভৃত্য বলতে চেয়েছেন কেন?

৪। প্রদত্ত অনুচ্ছেদটিতে কয়টি পশুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

৫। অনুচ্ছেদটিতে 'উটের' প্রতিশব্দ কোনটি?

9. অধরলাল সেন ঠাকুরের বড় ভক্ত। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বাড়ি তাঁর কলকাতার শোভাবাজার রোজ প্রায় দু' টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে যেতেন।

একদিন ঠাকুরই অধরের বাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে উৎসব হবে। অনেক ভক্ত এসেছেন হাসিমুখে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন। এমন সময় অধর তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে এসে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন ঃ এর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারি পন্ডিত ব্যক্তি। অনেক বই টই লিখেছেন।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১। অধরলাল পেশায় কী ছিলেন?

২। অধরলাল প্রত্যহ কোথায় যেতেন?

৩। অধরলাল কোন বন্ধুকে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন?

৪। অধরলালের বন্ধু কীরূপ ব্যক্তি ছিলেন?

৫। পন্ডিত-এর বিপরীত শব্দ কী?

10. লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই যে. সৎস্বভাব ও সৎচরিত্র হইবে - সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে যে বিষয়কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালোরূপ বুঝিতে পারে - করিতেও পারে। কিন্তু এমতো শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই। শিক্ষকেরও যত্ন চাই। বাপ যে পথে যাবেন, ছেলেও সেই পথে যাবে। ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত। বাপ মদে ডুবিয়া থাকিয়া ছেলেকে মদ খেতে মানা করিলে, সে তাহা শুনিবে কেন? বাপ অসৎ কর্মে রত হইয়া নীতি উপদেশ দিলে ছেলে তাহাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞান করিয়া উপহাস করিবে।

প্রশ্ন ১। বালকদের সঠিক শিক্ষা দিতে হলে কী চাই?

২। বালকদিগের সঠিক শিক্ষা প্রদান করলে তাদের চরিত্রে কোন গুণের সমাবেশ ঘটে?

৩। লেখাপড়া শিখবার তাৎপর্য কি?

৪। ছেলে কখন বাবাকে বিড়াল তপস্বী জ্ঞানে উপহাস করবে?

৫। "বিড়াল তপস্বী" বাক্যরচনা কর।

11. শকুন্তলার আপনার মা বাপ তাকে পর করলে, কিন্তু যারা পর ছিল তারা তার আপন হল। তাত কণ্ব তার আপনার, মা গৌতমী তার আপনার, ঋষি বালকেরা তার আপনার ভাইয়ের মতো। গোয়ালের গাইবাছুর - সেও তার আপনার, এমনকি বনের লতাপাতা, তারাও তার আপনার ছিল। আর ছিল তার বড়ই আপনার দুই প্রিয় সখী - অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা এবং ছিল একটি মা-হারা হরিণ শিশু - বড়ই ছোট, বড়ই চঞ্চল। তিনসখীর আজকাল অনেক কাজ - ঘরের কাজ, অতিথি সেবার কাজ, সকাল-সন্ধ্যায় গাছে জল দিবার কাজ, সহকারে মল্লিকালতার বিয়ে দেওয়ার কাজ।

প্রশ্ন ১। তিনসখীর নাম লেখ।

২। শকুন্তলাকে বাবা-মায়ের স্নেহ দিয়ে কারা মানুষ করেছিলেন?

৩। তিনসখী মিলে কী কী কাজ করত?

৪। শকুন্তলা কাদেরকে নিজের ভাইয়ের মতো দেখত?

৫। 'সহকার' - শব্দটির অর্থ কী?

Scanned with CamScanner

12. ১৯০৬ সালে আইকম্যান ঘোষণা করলেন - চালের খোসার ভিতরে যে ভিটামিন আছে তার নাম থিয়ামিন হাইড্রোক্লোরাইড। থিয়ামিন শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ রাখে এবং বলিষ্ঠ করে তোলে। এর অভাবে স্নায়ু অবশ হয়ে পক্ষাঘাত হয়। ফলে ছাটা চাল খেলেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কিন্তু ঢেঁকি ছাটা চাল খেলে তা ঘটে না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই রোগের নামকরণ হল। ফাঙ্ক এই রোগের নাম দিলেন বেরিবেরি।

প্রশ্ন ১। চালের খোসার ভিতরে যে ভিটামিন আছে তার নাম কী ?

২। শরীরে থিয়ামিনের ভূমিকা কী ?

৩। কি খেলে বেরিবেরি রোগ হয় ?

৪। থিয়ামিনের অভাবে শরীরে কীরূপ দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যায় ?

৫। 'বলিষ্ঠ' - শব্দটির বিপরীত শব্দ লেখ।

□□

Scanned with CamScanner

(১) তিনি এলেন ও সকলের মন জয় করে নিলেন। (সরল বাক্য)

(২) সূর্যোদয় হতেই অন্ধকার কেটে গেল। (যৌগিক বাক্য)

(৩) তুমি কলকাতায় এলে আমি সিনেমাটা দেখতে যাব। (জটিল বাক্য)

(৪) ছোটবেলায় মা গল্পের বই পড়ে আমাকে রোজ তার গল্প শোনাতেন। (যৌগিক বাক্য

(৫) রামবাবু অসুস্থ হলেও মনোবল হারাননি। (যৌগিক বাক্য)

(৬) নতুন মেসোকে দেখল আর জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল তপনের। (সরল বাক্য)

(৭) কিছু টাকা পেলেও তাতে অভাব মিটল না। (জটিল বাক্য)

(৮) গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। (যৌগিক বাক্য)

(৯) রত্নের মূল্য জহুরিই বোঝে। (জটিল বাক্য)

(১০) যদি আপনার দয়া হয় তাহলে নিজেই দিয়ে দিন। (সরল বাক্য)

(১১) মহেশ তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে। (যৌগিক বাক্য)

(১২) আমার ঘড়িটা চুরি হয়ে গেছে। (জটিল বাক্য)

(১৩) বলাইয়ের কাঁচা হাতের লেখা যে চিঠি তা আমাকে দেখতে দিলেন।(সরল বাক্য)

(১৪) বিদ্বান হয়েও তার কিছুমাত্র অহংকার নেই। (জটিল বাক্য)

Scanned with CamScanner

SECTION-C (Composition and Writing)

6. নীচে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল। সেটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

2 + 2 + 2 = 6

ইছামতী ছাপিয়ে ডুবল বসিরহাট, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জের বাজার। বিপাকে ব্যবসায়ীরা। শুখা মরশুম। মাথার ওপর চাঁদিফাটা রোদ। তাপপ্রবাহে টেকা দায়। তার মধ্যে বাঁধ ছাপিয়ে নোনা জল ঢুকে পড়েছে বসিরহাটের পুরনো বাজার এলাকায়। ডুবেছে সবজি হাট, ডক গাট এলাকা। বাজারের মধ্যে কোথাও কোমর সমান, কোথাও হাঁটুর ওপরে জল দাঁড়িয়ে গেছে। বেলা ১টা নাগাদ অমাবস্যার কোটালের জল উঠতে শুরু করে। পুরনো বাজারের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এ তো নতুন কিছু নয়, আমাদের ডুবতে সময় লাগে না। শীত, গ্রীষ্ম যে কোনও সময় নদী ছাপিয়ে জল ঢুকে বাজার ডুবিয়ে দেয়। বসিরহাটের বিধায়ক শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ব্যবসায়ীদের অভিযোগ সত্য। তিনি বলেন, সেচ দপ্তর কিছুটা বাঁধের কাজ করেছে। বাকি রয়েছে আরও খানিকটা। নির্বাচন চুকে গেলে বাকি কাজটা হবে। অন্যদিকে হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জের বাজারও ডুবেছে ইছামতীর জলে। হাসনাবাদ থানার পেছনে ইছামতী বাঁধ ছাপিয়ে লোকালয় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। থানার সামনে রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। একই অবস্থা হিঙ্গলগঞ্জেও। বাজার কমিটির নেতা সুশান্ত ঘোষ বলেন, বাজারের পেছনে স্লুইজ গেটের শাটার খারাপ। সেচ দপ্তর সেটি মেরামত না করায় কাজ করছে না। ফলে নদীতে জল বাড়লেই বাজারে জল ঢুকে যায়। রাস্তার ওপর কোমর সমান জল ভেঙে মানুষকে যাতায়াত করতে হচ্ছে। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, অমাবস্যার কোটালে আচমকা এই এলাকার নদীগুলিতে জলস্তর বেড়ে গেছে। সে কারণে এই বিপত্তি। সেচ দপ্তরকে নদীবাঁধের ওপর আপাতত কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(a) ওপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।

(b) দুটি বাক্যে মূল বিষয়টির ওপর আলোকপাত করো।

(c) বসিরহাটের বিধায়কের নাম কী?

Scanned with CamScanner

SECTION-C (Composition and Writing)

6. নীচে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল। সেটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

2 + 2 + 2 = 6

ঘরে ঘরে সৌর আলো পৌঁছ দিতে বিশিষ্ট সৌরবিজ্ঞানী এস পি গণচৌধুরির পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবে কেন্দ্র। এবার তাঁর তৈরি নতুন বাতিস্তম্ভ দেশের বস্তি এলাকার ১ কোটি পরিবারের ৫ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লির তিনটি বস্তি এলাকায় বসে গেছে ৩০০টি সৌরবাতি স্তম্ভ সূর্যজ্যোতি। একটানা ১৮ ঘণ্টা আলো দিতে পারে এই বাতিস্তম্ভ। সম্প্রতি দিল্লিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন এই ঘোষণা করেছেন। এস পি গণচৌধুরিও জানিয়েছেন, সৌরলণ্ঠন খুব বেশি হলে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা আলো দিতে পারে, এই বাতিস্তম্ভ আলো দেবে দিনে ১৮ ঘণ্টা। এই তিন শহরের পর এবার গন্তব্য বেঙ্গালুরু। সেখানকার একটি বড় বস্তি এলাকায় বসবে ৫০০টি বাতিস্তম্ভ। রাত এবং দিন দুই সময় ব্যবহারের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দিনে ব্যবহার করা যাবে এমন বাতিস্তম্ভের দাম ৫০০ আর রাতেরটার দাম ৫০০ টাকা। কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি তৈরি করলে উৎপাদন মূল্য কমে দাঁড়াবে ৪০০ আর ৯০০ টাকায়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, দেশের ১ কোটি পরিবারের ৫ কোটি মানুষের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দিতে চায় সরকার। সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এই ধরনের নানা উদ্যোগ নিয়েছেন এস পি গণচৌধুরি। মিলেছে নানা সম্মানও। বর্ষাকালে যাতে সমস্যা না হয় তার ব্যবস্থাও আছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌর বাতিস্তম্ভ তৈরি হয়েছে। এস পি গণচৌধুরির নেতৃত্বে কাজ করেছেন বেশ কয়েকজন। ভবিষ্যতে এই ধরনের বাতিস্তম্ভকে আরও আধুনিক করা নিয়ে গবেষণা হবে। এর আগে গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য শৌচ করার পর হাত ধোয়ার বিশেষ যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তিনি।

(a) ওপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।

(b) দুটি বাক্যে মূল বিষয়টির ওপর আলোকপাত করো।

(c) কত মানুষের কাছে সৌর আলো পৌঁছানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে?

Scanned with CamScanner

SECTION-C (Composition and Writing)

6. নীচে সংবাদপত্রের একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল। সেটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

2 + 2 + 2 = 6

চার বছর আগে লন্ডন অলিম্পিক্সে আশাহত হতে হয়েছিল। তবে রিও অলিম্পিক্সের আগে ফর্মে থাকার ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন দীপিকা কুমারী। ভারতীয় তারকা তিরন্দাজি বিশ্বকাপে রিকার্ভ ইভেন্টে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করলেন বুধবার। যে নজিরে উচ্ছ্বসিত সচিন তেন্ডুলকর টুইট করেছেন, "সব বাধার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে এগিয়ে চলাটা একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ানের লক্ষণ। দীপিকা তুমি আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছ।" প্রাক্তন বিশ্বসেরা দীপিকা ৭২-অ্যারো র‍্যাঙ্কিং রাউন্ডে অলিম্পিক্স সোনাজয়ী কোরিয়ার কি বো বায়ের রেকর্ড ছুঁলেন ৬৮৬ পয়েন্ট স্কোর করে। লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্যক্তিগত ও দলগত বিভাগে সোনা রয়েছে এই কোরীয় তিরন্দাজের। তবে লন্ডনে নয় তিনি তাঁর দেশেরই কিংবদন্তি পার্ক সুং হিয়ুনের ১১ বছরের বিশ্বরেকর্ড (৬৮২ পয়েন্ট) ভাঙেন ২০১৫-তে গুয়াংঝুতে।

তবে এ দিন ঝাড়খণ্ডের তিরন্দাজের সামনে কি বো বায়ের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ ছিল। প্রথম পর্বে ৩৪৬ পয়েন্ট পান দীপিকা। দ্বিতীয় পর্বে ৩৪১ পয়েন্ট পেলেই কোরীয় তারকার নজির টপকে ফেলবেন এমন একটা অবস্থায় শেষ দিকে পরপর দুটো ৯ পয়েন্ট পাওয়াটাই কাল হল। দীপিকাকে তাই রেকর্ড স্পর্শ করেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। প্রাক্তন বিশ্বসেরার সামনে অবশ্য এখনও সুযোগ রয়েছে।

শীর্ষবাছাই দীপিকা এ বার সরাসরি তৃতীয় রাউন্ডে নামবেন। যা হবে শেষ ৩২ জনের মধ্যে। দীপিকার দুই সতীর্থ লক্ষ্মীরানী মাঝি আর রিমিল বুরিউলির র‍্যাঙ্কিং যথাক্রমে ৪৫ ও ৭৫ হওয়ায় ফের তাঁদের প্রথম রাউন্ড থেকে শুরু করতে হবে। দলগতভাবে ভারতের মেয়েদের র‍্যাঙ্কিং চার।

দীপিকার দুরন্ত ফর্মে ভারত মিক্সড পেয়ার বিভাগেও শীর্ষ র‍্যাঙ্কিং পায়। অতনু দাসের (র‍্যাঙ্কিং ১২) সঙ্গে জুটিতে দীপিকা প্রথম রাউন্ডে ৫-৩ হারান তুরস্ককে। তবে সেমিফাইনালে চিনা তাইপের কাছে ৩-৫ হারায় ব্রোঞ্জ প্লে অফের জন্য কোরিয়ার মুখোমুখি হতে হবে এ বার দীপিকাদের। কোরিয়াকে ০-৬ হারায় যুক্তরাষ্ট্র। পুরুষদের বিভাগে অতনু দাস, জয়ন্ত তালুকদার ও মঙ্গল সিংহ চাম্পিয়া রিকার্ভ কোয়ালিফায়ারে প্রথম কুড়িতে শেষ করে দলগতভাবে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন।

(a) ওপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।

(b) দুটি বাক্যে মূল বিষয়টির ওপর আলোকপাত করো।

(c) দীপিকা তিরন্দাজিতে বিশ্বরেকর্ড করার পর শচীন তেন্ডুলকর টুইটে কী বলেছেন?

Scanned with CamScanner

সমাসবদ্ধ করো ও সমাসের নাম লেখো ঃ

পরান্ন ভোজন করে যে, খ-এ চরে যে, শূল পাণিতে যার, শঙ্কার সহিত বর্তমান, লোভ নেই যার, চিরকাল ব্যাপিয়া সবুজ, মহিলাদের মহল, তৈল দ্বারা নিষিক্ত, তিন নয়ন যার (স্ত্রী), পাঁচসের মাপ যার, খড়্গ পাণিতে যার, কেবল নাম, গুরুগৃহে বাস করে যে, গোঁফে খেঁজুর যার, পা দিয়ে পান করে যে, একান্ন বর্তন করে যে, বাটায় ভরা, নদী মাতা যার, জলের সঙ্গে বর্তমান, সরসি (সরোবরে) জাত, কলে ছাঁটা, নয় সময়, বনে ভোজন, ক্রীড়ায় কুশল, দীনের বন্ধু, ধানের ক্ষেত, পথের রাজা, স্কুল হইতে পালানো, শয়নের নিমিত্ত কক্ষ, দৃঢ় রূপে বদ্ধ, লোককে দেখানো, দশ আঙুলের সমাহার, পঞ্চবটের সমাহার, শত বার্ষিকের সমাহার, চড়া মেজাজ যার, পেট মোটা যার, হাড্ডি সরে যার।

একটি বাক্যাশ্রয়ী সমাসের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করো।

Scanned with CamScanner